৬ দৈনিক ইনকিলাব

262

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ...

সম্পাদক সমীপে

অনার্স পার্ট-২-এর পরীক্ষার্থীদের এ ভোগান্তি কেন?

এ বছর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেছে। গত ১৬-৭-২০০০ পার্ট-২-এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সারাবছর কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া করিয়েছেন পুরাতন সিলেবাস অনুসারে। কিন্তু পরীক্ষা দিতে গিয়ে হাতে প্রশ্নপত্র পাই দুইখানা। একখানা নতুন সিলেবাস অনুযায়ী এবং একখানা পুরাতন সিলেবাস অনুযায়ী। এমতাবস্থায় যারা নিয়মিত তাদেরকে নতুন সিলেবাস অনুসারে পরীক্ষা দেয়ার জন্য বলা হয় অথচ শিক্ষকমণ্ডলী কোনদিনই বলেননি যে, নতুন সিলেবাস বলতে কিছু আছে। নতুন সিলেবাসের অধিকাংশ অংশই আমাদের অজানা। এই মুহূর্তে আমরা কি করতে পারি? এই নতুন সিলেবাসের কথা কি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জানিয়েছে? মনে হয় না। কারণ, প্রশ্নপত্র পাওয়া মাত্রই তাদেরও মাথায় হাত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আচরণ কেন? কাদের বিরুদ্ধে, নাকি আমাদের অনার্স-এ ভাল ফলাফল হোক তা তারা চান না? সুতরাং আমাদের দাবী আবার পুরাতন সিলেবাসে পরীক্ষা নেয়া হোক। এ দাবী সকলের।

–সোহাগ
বিএম কলেজ, বরিশাল।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রীধারীদের আবেদন

সবাই অবগত আছেন যে, ১৯৯৬ সাল হতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যারা স্নাতক ডিগ্রী লাভ করবে তারা আমাদের দেশে স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করার জন্য ভর্তি হতে পারবে না। তারা শুধুমাত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ভর্তি হতে পারবে। এই বৈষম্যটা কিসের ওপর ভিত্তি করে আমাদের দেশের নীতি-নির্ধারকরা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন তা বোধগম্য নয়। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে যে কয়টি সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ আছে সেগুলোর গুটি কয়েক প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য ভর্তি হওয়া যায়। আর অধিকাংশ সরকারী-বেসরকারী কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভের কোন প্রকারের সুযোগ নেই। যে সব কলেজে সুযোগ আছে সেগুলোতেও আবার আসন বন্টনের মারপ্যাঁচে মেধা থাকা সত্ত্বেও ভর্তি হওয়ার সুযোগ নেই। অথচ বিভিন্ন বিষয়ে প্রতি বছর হাজর হাজার ছাত্রছাত্রী সাফল্যের সাথে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে থাকে। এদের মধ্যে খুই কমসংখ্যক ছাত্রছাত্রী স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করার জন্য ভর্তি হতে পারে। আর বাকিরা ভর্তি হতে পারে না। এই চিত্রটি সমগ্র বাংলাদেশের। আমরা প্রতি বছরই শুনে থাকি যে, আমাদের জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়। অথচ আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তেমন শিক্ষার সুযোগ বাড়ছে না। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিশেষ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্প্রসারিত হস্তক্ষেপ কামনা করছি। তিনি যেন চট্টগ্রাম শহরে প্রতিষ্ঠিত সকল সঃ কলেজগুলোতে বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

–মোঃ মনজুর আলম
উত্তর পতেঙ্গা, পূর্ব কাটগড়
চট্টগ্রাম-৪২০৪।।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ

আগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র ৩য় বিভাগপ্রাপ্তদের মান উন্নয়নের সুযোগ দিত। অথচ এখন ২য় বিভাগপ্রাপ্তদেরও মান উন্নয়নের সুযোগ দিচ্ছে। কারণ ৩য় বিভাগপ্রাপ্ত পরীক্ষার্থী যদি মান উন্নয়ন পরীক্ষা দিয়ে ১ম বিভাগ পায় তাহলে ২য় বিভাগ পরীক্ষার্থী কেন ১ম বিভাগ পাওয়ার জন্য পরীক্ষা দিতে পারবে না। এটি ভেবে হয়ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই নিয়ম চালু করেছে। দ্বিতীয়ত, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আরও একটি নিয়ম চালু করেছে যে, এক বিষয়ে ফেল করা ছাত্রছাত্রী পরবর্তী বছরে শুধু ওই বিষয়ে পরীক্ষা দিবে এবং এই বিষয়ে পাস করলে পূর্ববর্তী নম্বরের সাথে এই নম্বর যোগ করে তাকে বিভাগ দিয়ে পাস বলে ঘোষণা করা হবে। তাছাড়া ওই এক বিষয়ে ফেল করা ছাত্রছাত্রী যদি রেজিস্ট্রেশন মেয়াদ শেষেও হয়ে যায় তাহলেও তাকে পরবর্তী বছরের পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন মেয়াদ বৃদ্ধি করার সুযোগ দেয়া হবে। কিন্তু চলতি ২০০০ সালের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষার্থীদের জন্য একটি নিয়ম চালু করা হয়েছে। যারা ১৯৯৯ সালে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে এক বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছে তারা মান উন্নয়ন পরীক্ষা দিতে পারবে না। এ সম্পর্কে বলা কেবল আবশ্যক যে, এক বিষয়ে পাস করা ছাত্রছাত্রী যদি মান উন্নয়ন পরীক্ষা দিয়ে ভাল ফলাফল করে তাহলে দেশের তো কোন ক্ষতি হবে না। যেমন, ১৯৯৭ সালে ফেনী কলেজের একজন ছাত্র বিএসসি (পাস) পরীক্ষায় ১ম বিভাগ পায়। উক্ত ছাত্র তার আগে দুইবার ফেল করে। আমি ১৯৯৯ সালের বিএসসি (পাস) পরীক্ষায় এক বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে ৩য় বিভাগ পাই, যা আমার জন্য একটা ২য় বারের মত দুর্ঘটনা। কিন্তু আমার রেজিস্ট্রেশন মেয়াদ এখনও এক বছর বাকি আছে। অর্থাৎ আমি যদি ১৯৯৯ সালের পরীক্ষায়ও ফেল করতাম তাহলে আমি ২০০০ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারতাম। কিন্তু এখন আমি মান উন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারছি না। বর্তমানে ৩য় বিভাগ একটি সান্ত্বনা পাস ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই আমাকে বাধ্য হয়ে রেজিস্ট্রেশন বাতিল অর্থাৎ ভর্তি বাতিল করে এই ফলাফল ত্যাগ করতে হবে। তারপর প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে অন্য গ্রুপ থেকে রেজিস্ট্রেশন করে অন্য ডিগ্রী নিতে হবে। তাই মাননীয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে আমার আকুল আবেদন আমাকে আমার মত অন্য ছাত্রদের পরীক্ষাদানের সুযোগ দেয়া হোক।

–মোঃ আলাউদ্দিন
বাড়ী নং-৬, রোড-৫, সেক্টর-৬,উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের বাজেট হ্রাস প্রসঙ্গে

অতি সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যে জানতে পারলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের জন্য বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। এদিকে অন্য কয়েকটি কম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে বলে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এই সংবাদটি অবিশ্বাসযোগ্য হলেও সত্য। দেশে-বিদেশে যে কোন প্রতিষ্ঠানে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বাজেট বৃদ্ধি করা হচ্ছে। তৎসহ দক্ষ জনশক্তির তীব্র সঙ্কট থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞাত কারণে এই বিভাগটির যন্ত্রপাতি খাতে নতুন অর্থবছরে ৪০% অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে মাত্র ৩.৫ লাখ টাকা ধরা হয়েছে। গত অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ৫.৫ লাখ টাকা। বাংলাদেশ সরকার প্রোগ্রামার তৈরীর জন্য এই অর্থবছরের জন্য ১৫ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ দিয়েছেন। সরকার প্রধান যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর সেই প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের বাজেট হ্রাস করার বিষয়টি বিশেষভাবে খতিয়ে দেখা দরকার বলে আমরা মনে করি। এটি দেশের তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়নে হুমকিস্বরূপ। তাই আমি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও চ্যান্সেলর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ১৫ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের উন্নয়নের জন্য এক কোটি টাকা অনুদান দেয়ার আকুল আবেদন করছি।

–জাহেদুর রহমান ইকবাল
আইটি ম্যানেজার, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ইনস্টিটিউট
বাসা- ১৭, রোড ১০/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।